পটভূমি

বাংলাদেশের কৃষি এখন বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল। ধান,পাট, আলু, ভুট্টা, সবজিসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের বৈশ্বিক উৎপাদন তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। অধিকাংশ কৃষি পণ্যই দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মতো অবস্থানে আছে। প্রয়োজন এখন একটি শক্তিশালী কৃষি বিপণন ব্যবস্থার। কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় কিছুটা দূর্বলতা থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ কৃষিতেই রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, বাঙালির প্রাণশক্তির রসদ।

বাংলাদেশের কৃষি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে লাভজনক কৃষি উৎপাদনের নিশ্চয়তা নেই কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। অথচ কৃষির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সাথে সাথেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের আহবানের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে শুরু করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য পদক্ষেপে নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের কারণেই খাদ্যে আমরা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ।কিন্তু বিপণনের দুর্বলতা আমরা আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।। অথচ উৎপাদনের সফলতা দক্ষ বিপণনের উপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ১৯২৮ সালে গঠিত বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জনকল্যানে উক্ত অধিদপ্তরের ব্যবহার, কৃষক সম্পৃক্ততা, অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদৃশ্য বিপণন কার্যক্রমটি সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসের স্বল্পতা, বিপণন সংক্রান্ত আইন,বিধি ও নীতিগত দুর্বলতা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়হীনতা কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, বানিজ্যিক কৃষির প্রসার, লাভজনক কৃষি উৎপাদনের নিশ্চয়তা ও উৎসাহ এবং কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হয়ে থেকেছে।

বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত রুপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ডেল্টা প্লান, অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী কর্মপরিকল্পনাসহ স্বল্প,মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রেই কৃষিকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জাতীয় কৃষি নীতি, কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি ইত্যাদি সহ প্রণীত হয়েছে কৃষি বিষয়ক অসংখ্য আইন, বিধি নীতি যার ফলে কৃষিতে আমরা আজ এতোটা উন্নয়ন করেছি।

কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ প্রনয়ণ। যেখানে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তার স্বার্থকে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে আরো টেকসই ও জনবান্ধব করে সকল শ্রেণির দোরগোড়ায় পৌছে দিতে প্রয়োজন একটি কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি। যেখানে উৎপাদক তথা কৃষক থেকে শুরু করে ভোক্তাসহ এর মধ্যবর্তী সকল অংশীজনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও রুপরেখা থাকবে যার মাধ্যমে কৃষকের সত্যিকারের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন হবে, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসবে। জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ এ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার বর্তমান দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক কার্যকর একটি গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে যেখানে কৃষি বিপণন অবকাঠামো, কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি শিল্প স্থাপন, কৃষকের মূল্য সহায়তা প্রদান, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, গুনগত মান সংরক্ষণ এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষি পণ্যের বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বর্তমান কৃষি বিপণন ব্যবস্থা আরও কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ভোক্তা বান্ধব হয়ে সকলের জন্য লাভজনক হবে।

কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা

কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার সর্বদা বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি যার ফলে কৃষি উৎপাদনে আমরা আজ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। কিন্তু উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে দক্ষ ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার উপর। কৃষকের অতি কষ্টে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করে কৃষিকে একটি নিশ্চিত লাভজনক কর্মে রুপান্তর করতে পারলেই কেবল কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে এবং একটি দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীল অর্থনীতির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে

সরকার জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি ২০২০ এবং কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ পাশ করেছে। যে আইনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী হিসেবে কৃষি বিপনন তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের মূল্য নীতি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্যের গুনগত মান নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ, কৃষি ভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান, বাজার অবকাঠামো নির্মান, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহায়তাসহ বিপণন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে কোন সুস্পষ্ট বিধি ও নীতি না থাকায় আইনের সুফল সকলে পাচ্ছেনা। বিশেষ করে কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তা আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন জীবন যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। মাঝখান থেকে অসাধু ব্যবসায়ীরা অএক ক্ষেত্রেই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করছে এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। ফলে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত বিপণন নীতি সময়ের দাবি।

প্রণীত জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ সকলের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষক ন্যুনতম মূল্য সহায়তা পাবে, অসাধু কৃষি ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যাবে, অধিক উৎপাদনশীল ও ঘাটতি অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন হবে, কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন হবে, তরুন যুবকেরা কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে, একটি সুসংগায়িত সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন সম্ভব হবে, কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে নারী উদ্যোক্তা বাড়বে, গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে, কৃষি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ আসবে। সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আসবে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১ এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

ভিশনঃ

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক দক্ষ, কার্যকর, সুপরিকল্পিত ও টেকসই বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

মিশনঃ

- কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ বাস্তবায়ন করা;
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় একটি দক্ষ ও কার্যকর সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ বানিজ্যিক কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিকাজকে একটি নিশ্চিত লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;
- কৃষি উদ্যোগের সাথে তরুণ ও নারীদের সম্পৃক্ত করা এবং কৃষিতে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কৃষি ব্যবসাকে একটি সু**পরিকল্পিত** কাঠামোর মধ্যে আনা;
- সাধারণ ভোক্তাদের জন্য কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য ও গুণগত মান নিশ্চিত করা;

গ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলাদেশের কৃষি,কৃষক, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে প্রয়োজন একটি দক্ষ, কার্যকর ও সুপরিকল্পিত কৃষি বিপণন ব্যবস্থা। কৃষকের বহু কষ্টে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান ও সাধারণ ভোক্তা কর্তৃক সম্ভাব্য যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ে সহায়তা, কৃষি ব্যবসার সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন ও বাংলাদেশী কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ বৃদ্ধিই ‘জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২১’-এর মূলকথা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

১. কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের কাম্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষি কাজকে লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
২. কৃষি ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসাকে আরও লাভজনক করা ও কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
৩. নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সহনীয় রাখা;
৪. কৃষি পণ্যের দেশীয় চাহিদা পুরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি করা ;

৫. সার্বিকভাবে একটি দক্ষ, পরিকল্পিত ও সবার জন্য সহায়ক সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন করা করা।
৬. প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি শিল্পের উন্নয়ন।

১.০ কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়নঃ

কৃষক ও বিনিয়োগকারীদের পণ্য সুষ্ঠুভাবে ভোক্তার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো, প্যাকিং হাউজ, হিমাগার, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র নির্মাণ, অনলাইন অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১.১ প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমজাতীয় পণ্যভিত্তিক খুচরা বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন;

১.২ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রতিটি ইউনিয়ন, জেলা ও উপজেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সমজাতীয় পণ্য ও সাধারণ পণ্য ভিত্তিক বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা;

১.৩ বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমবায়/সমিতি/দলভিত্তিক পাইকারি ও খুচরা বিপণন কেন্দ্র স্থাপন;

১.৪ গ্রাম, উপজেলা এবং শহরের কৃষি বাজারগুলোর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা; যেমন- পণ্য রাখার জন্য প্লাটফর্ম, ওয়াশিং রুম, সর্টিং ও গ্রেডিং রুম, ড্রাইং রুম, স্টোর রুম, কুল হাউজ, পণ্য পরিমাপের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং মার্কেটের পাশে লোডিং-আনলোডিং পয়েন্ট স্থাপন;

১.৫ উপজেলা পর্যায়ে গ্রোয়ার্স মার্কেট, জেলায় পাইকারী বাজার ও রাজধানীতে কেন্দ্রীয়/টার্মিনাল মার্কেট স্থাপন করা;

১.৬ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ও মেগা ফুড পার্ক নির্মাণ করা;

১.৭ কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিপণন উপযোগী কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের গুণগত মান প্রত্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ল্যাব স্থাপন করা;

১.৮ পচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার নির্মাণ করা;

১.৯ বিভিন্ন ফসলের অধিক উৎপাদনশীল এলাকায় প্যাকিং হাউজ নির্মাণ করা;

১.১০ পাইকারী ও খুচরা বাজারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে মিনি হিমাগার তৈরি ইত্যাদি;

১.১১ কৃষিপণ্য বিপণনে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক অনলাইন ভিত্তিক বিপণন অবকাঠামো নির্মাণ করা।

২.০ কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, লাভজনক ও সুষ্ঠুভাবে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ভোক্তা কর্তৃক যৌক্তিক দামে কৃষিপণ্য ক্রয়, গবেষণা ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের মূল্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রক্ষেপণ, যোগাযোগ, কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্পর্কিত তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, প্রচার ও প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও কৃষি ব্যবসা সহায়ক বাজার তথ্যের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

২.১ পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, মধ্যস্বত্বভোগী, ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভোক্তা, পণ্যের গুণগতমান, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ডাটবেজ তৈরী ও বিতরণ করার ব্যবস্থা করা;

২.২ রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, বুলেটিন ও অনলাইন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এবং চাহিদার ভিত্তিতে ই-মেইল ও ডাকযোগে বাজার তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

২.৩ কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণসমূহের বাজার সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদি সময়মত সংগ্রহ ও প্রচার করে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা/ভোক্তা ও বিক্রেতার নিকট পৌছানোর মাধ্যমে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২.৪ উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় বাজার কমিটি ও বাজার উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের নাম ও মোবাইল নম্বরযুক্ত তথ্য, উৎপাদকদের সমন্বয়ে গঠিত কৃষক বিপণন দলের নাম ও মোবাইল নম্বরযুক্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, হালনাগাদ এবং প্রচার করা;

২.৫ কৃষক, উদ্যোক্তা ও বিপণনকারীদের পণ্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত এই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, লেবেলিং ও বাজারজাতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা;

২.৬ কৃষি ও কৃষিজাতপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার দর, বাজার পরিস্থিতি প্রচারের জন্য দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকায় (অনলাইনসহ) প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২.৭ প্রতিটি অঞ্চলে বাজার তথ্য সার্ভিসের একটি বাজার কল/সেবা সেন্টার (Market Call Center) স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৮ নিয়মিতভাবে ফসল সংরক্ষণ, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সকল টিভি ও রেডিও চ্যানেলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি বিপণন বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৯ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক, ষাণ্মাসিক ও মাসিক খুচরা এবং পাইকারী বাজার দর নিয়মিতভাবে প্রচার করা;

২.১০ পণ্য ভিত্তিক উপজেলা,জেলা, বিভাগীয়, বৃহত্তর বাজারগুলোর ও জাতীয় বাজারদর নিয়মিতভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা;

২.১১ বিভিন্ন সময়ে কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারকে দিয়ে বিভিন্ন নীতি প্রনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা;

২.১২ বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধি, মজুদ, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ জনগন / ভোক্তা ব্যবসায়ী ও সরকারকে সচেতন রাখা;

২.১৩ পণ্যভিত্তিক বাজারের অবস্থান, মজুদ, প্রাপ্যতা, কোন অঞ্চলে কোন পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বেশি সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও বিভিন্নভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা;

২.১৪ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দর, মুল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ, প্রাপ্তি, ইতাদি সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে আমদানি ও রপ্তানি কার্যে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা;

২.১৫ গবেষণা উপযোগী করে বাজার পরিস্থিতির সার্বিক হিসটোরিকাল তথ্যের ডাটাবেজ তৈরী ও অংশীজনের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা;

২.১৬ কৃষিপণ্যের মোড়কে পণ্যটি কোন অঞ্চলের, কোন মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে, কোন বীজ ব্যবহৃত হয়েছে, কি সার ব্যবহার করা হয়েছে, কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, কী কী কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে, কতদিন পণ্যটি ভালো থাকবে, কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ রাখার ব্যবস্থা করা।

২.১৭ এছাড়াও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন অংশীজনের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩.০ কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ

প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগের অভাবে কৃষক/উৎপাদক প্রকৃত ক্রেতা খোঁজে পায় না, আবার কখনো কাঙ্ক্ষিত বাজারে পণ্য পৌঁছাতে পারে না যার দরুন ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার সংযোগ স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ক্রেতা-বিক্রেতা বান্ধব বাজার ব্যবস্থা তৈরী করবে।

৩.১ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৩.২ কৃষি বিপণনে প্রয়োজনীয়, সহজলভ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য বাজার কারবারি, বাজার, ও পণ্য ভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ মার্কেট ডিরেকটরি প্রস্তুত, প্রচার ও প্রকাশ করা এবং এই ডিরেক্টরি সহজলভ্য ও প্রচার-প্রকাশনা সহজিকরণের মাধ্যমে নতুন বাজার অনুসন্ধানে সহায়তা করা;

৩.৩ কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতাকারী, পরিবহন ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপনে বিভিন্ন মেলা, সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;

৩.৪ বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন;

৩.৫ কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে বাজার সংযোগ স্থাপনে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩.৬ দেশের সকল কৃষক, কৃষক গ্রুপ,বিশেষায়িত কৃষিপণ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারী আমদানিকারী, রপ্তানিকারী, ব্যবসায়ী এবং পাইকারী বিক্রেতার একটি ডাটাবেজ তৈরী করা;

৩.৭ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিষ্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা;

৩.৮ অপ্রচলিত পণ্যের আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধানে সহায়তা করা;

৩.৯ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন, ক্রেতা-বিক্রেতা খোঁজ ও ব্যবসায়ের সুযোগ দেয়া;

৩.১০ আন্তর্জাতিক বাজারের কৃষি ব্যবসায় যুক্ত হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;

৩.১১ অনলাইনে সহজে ভোক্তাগণ যাতে সরাসরি খুচরা, পাইকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা;

৩.১২ কৃষি পণ্যের বৈদেশিক রপ্তানিতে সার্বিক সহযোগিতা করা;

৩.১৩ বৃহৎ কোম্পানী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা পশ্চাদ সংযোগ ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন করে তার সহায়তা করা;

৩.১৪ চর, হাওর, পাহাড়, উপকূলীয় ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় কৃষিপণ্য বিপণন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা।

৪.০ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণ

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বৈশ্বিক উন্মুক্ত বাজার অথনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের জীবন মান ও খাদ্যাভাসেও এসেছে পরিবর্তন। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা ও শিল্প উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা হবে-

৪.১ বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;

৪.২ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকার প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা ও মেশিনারিজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার প্রদান;

৪.৩ আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, স্মারক ও সম্পর্ক জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া;

৪.৫ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে ও বাজারজাতকরণে গুণগত ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে নজরদারি করা;

৪.৬ ফুটপাত, হাট-বাজার, রেলস্টেশন, ফেরীঘাট লঞ্চঘাট বা অন্যান্য উন্মুক্তস্থানে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;

৪.৭ গৃহ পর্যায়ে কৃষিপণ্য প্রকিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রচার, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

৪.৮ প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য করা;

৪.৯ অঞ্চলভিত্তিক বিশেষায়িত অপ্রচলিত বা প্রচলিত কিংবা কম প্রচলিত গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য; যেমন- কুমড়া বড়ি, বিভিন্ন ফল ও সবজি আচার, কালাই রুটি, আমসত্ব, কাঠালসত্ব, কাসুনদি, মোরব্বা, আলুর বিভিন্ন খাবার ইত্যাদি জনপ্রিয়করণ ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১০ গ্রাম পর্যায়ে কৃষিপণ্য ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

৪.১১ গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার অনুসন্ধান, বাজার সংযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা।

৪.১২ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকরণ ও বিপণনে উদ্যোক্তা শ্রেনীর জন্য উত্তম কৃষি চর্চা, বিএসটিআই ইত্যাদি সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৫.০ সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে কৃষিপণ্যের দক্ষ ও কার্যকর বাজারজাতকরণে একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন অপরিহার্য। একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়িক প্রবাহে শুধু খরচই কমাবেনা বরং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করে কৃষিপণ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথকে করবে সুগম। সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

৫.১ স্বল্পখরচ, দ্রুততম সময়, নিয়ন্ত্রিত ও পদ্ধতিগতভাবে যাতে কৃষিপণ্য উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত যেমন- কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী, কৃষক/উৎপাদক, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে একটি একটি সুশৃঙ্খল পণ্য সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৫.২ সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক স্তরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা জোরদারকরণে ভূমিকা রাখা;

৫.৩ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের সাথে সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করা;

৫.৪ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট শাখা খোলা এবং সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক স্তরে শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যক্রম অব্যাহত করা;

৫.৫ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে কোন অনিয়ম, দুর্নীতি, অসাধুতা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরী হলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫.৬ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের জন্য নির্মিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা।;

৫.৭ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মধ্যে তথ্য প্রবাহ অবাধ ও সহজলভ্য করা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;

৫.৮ কৃষিপণ্য রপ্তানিতে সাপ্লাই চেইনের সকল স্তরে পণ্যের গুণগত মান রক্ষা ও পণ্য সরবরাহ গতিশীল রাখতে সহায়তা করা এবং রপ্তানি কার্যক্রমকে কার্যকর করা;

৫.৯ সাপ্লাই চেইনের কোন অংশীজনের বিপক্ষে ওঠা অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

৫.১০ ভোক্তার চাহিদা অনুসারে সুপরিকল্পিত সাপ্লাই চেইন গঠনে সহায়তা করা;

৫.১১ কৃষিপণ্য প্রবাহে ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে প্রয়োজনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫.১২ সাপ্লাই চেইনের কার্যক্রমকে নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এবং এতদ্সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক সরকারকে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখা;

৫.১৩ সাপ্লাই চেইন সংগঠন গঠনে সার্বিক সহায়তা করা।

৬.০ নারীর ক্ষমতায়ন

কৃষিতে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মেধা, শ্রম, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতা সর্বজনস্বীকৃত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা নারী উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কৃষিতে নারী অবদানের স্বীকৃতি, নারী কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি এবং বিপণন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ দ্বারা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

৬.১ কৃষি বিপণনে দক্ষ নারী উন্নয়নে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফসলের কর্তনোত্তোর ব্যবস্থাপনা, লেবেলিং, প্যাকেজিং, কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য এবং উপকরণের বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মশালার আয়োজন;

৬.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে কৃষি ব্যবসার সাথে নারীদের জড়িত হওয়ার জন্য কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত লজিস্টিকস সাপোর্ট ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৬.৩ উদ্যান ফসল বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা করা;

৬.৪ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা;

৬.৫ গৃহ পর্যায়ে মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;

৬.৬ সহজে কৃষিজাত পণ্য ও কৃষি উপকরণ অধিক লাভে বিক্রি, দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক নারী কৃষি বিপণন দল গঠনে সহায়তা করা এবং উক্ত দল ব্যবস্থাপনা করা;

৬.৭ কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি ভিত্তিক নারী ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা;

৬.৮ সহজে বাজারে প্রবেশ ও দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারী উদ্যোক্তাদের পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক বা ভোক্তাদের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে সহযোগীতা করা;

৬.৯ খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারী, গুদামজাতকারী তথ্যসহ বাজার দর ও বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য বিপণন চেইনের সকল শ্রেণীর জন্য সহজলভ্য করা;

৬.১০ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে সহজে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও ই-শপ গঠনেও সহায়তা করা;

৬.১১ প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় বাজারে সংরক্ষিত মহিলা উদ্যোক্তা কর্ণার রাখা;

৬.১২ কৃষিপণ্যের রপ্তানি কার্যক্রমে নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের সম্পৃক্ততা বাড়ানো;

৬.১৩ নারী উদ্যোক্তাদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৬.১৪ নারী উদ্যোক্তা, ব্যবসার ধরণ, সাফল্যসহ বিভিন্ন তথ্য ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

৬.১৫ জেলা, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে নারী কৃষি উদ্যোক্তাদের কর্ম ও কর্মপরিকল্পনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

৬.১৬ জেলা, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নারী কৃষি ব্যবসায়ীকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

৬.১৭ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিষয়ক কর্মকান্ডে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা;

৬.১৮ নারীবান্ধব কৃষি ব্যবসা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

৭.০ দেশীয় ফল বিপণন সম্প্রসারণ

প্রাকৃতিক উর্বরতার লীলাভূমি বাংলাদেশর আনাচে কানাচে আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেয়ারা, কলা, জাম্বুরা, ডাব, তরমুজ, বড়ই, কামরাঙ্গা, কদবেল, ছফেদা, বেল, আনারস, পেঁপে এ রকম অসংখ্য ফল কম খরচে কখনো কখনো বিনা খরচে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং কার্যকরী বাজার সংযোগের মাধ্যমে এ খাতে বিশাল কর্মসংস্থান ও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় ফলের বাজার সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

৭.১ দেশীয় ফলের খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, আঞ্চলিক, দেশীয় ও বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা;

৭.২ মূল্য সংযোজন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি দ্বারা অধিক মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৭.৩ সরাসরি সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৭.৪ সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশীয় ফলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৭.৫ স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল বিপণনে সহায়তা করা;

৭.৬ সমবায়ভিত্তিক বিপণন কেন্দ্র বা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রযুক্তি ও পরিচালনায় সহায়তা করা;

৭.৭ জুস, জ্যাম, জেলি, ড্রাই, ফ্রেশকাট ইত্যাদির বিষয়ে বিদেশ হতে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে এর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা;

৭.৮ ই-বিপণনের মাধ্যমে সতেজ ও গুণগত মানসম্পন্ন দেশীয় ফল ভোক্তাদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করা;

৭.৯ প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তার সাথে অঞ্চলভিত্তিক দেশীয় ফলের (উৎপাদন, নাম, পরিমাণ, গ্রেড সরবরাহ) সরাসরি পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) স্থাপনে সহায়তা করা;

৭.১০ বিভিন্ন দেশীয় ফলের সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহন বিপণনে সুবিধা সংবলিত এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা;

৭.১১ যৌক্তিক মূল্যে ভোক্তারা যাতে দেশীয় ফল গ্রহণ করতে পারে সেজন্য নিয়মিত বাজার দর মনিটরিং করা, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বুলেটিন আকারে প্রকাশ করা;

৭.১২ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত দেশীয় ফল বিপণনে শিল্প ও উদ্যোক্তা তৈরীতে সার্বিক সহায়তা করা;

৭.১৩ দেশীয় ফলের আধুনিক বাজারজাতকরণ পদ্ধতি গ্রেডিং, সর্টিং, ওয়াশিং, প্যাকেজিং, লেবেলিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য অবকাঠামোসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৮.০ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাস।

বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত কৃষিপণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন, বাণিজ্যিক কৃষি ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও শিল্পের প্রসার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গ্রামের তরুণদেরকে শহরমুখী যাত্রারোধে ও শুধুমাত্র চাকুরির পিছনে ছুটা রোধে বাণিজ্যিক কৃষিতে ও কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী, গৃহ পর্যায় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসায় যুক্ত করতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

৮.১ কৃষি ব্যবসায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যুবকদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা;

৮.২ লাভজনক কৃষি ব্যবসা শনাক্তকরণ, ছোট ও মাঝারী কৃষি শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের আত্ন-কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৮.৩ মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮.৪ সমবায় বিপণনে যুবকদের সম্পৃক্ত করে যুবকদের আয় বৃদ্ধি করা;

৮.৫ কৃষক পর্যায়ে সৃষ্ট প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, মূল্য সংযোজনের বিভিন্ন কার্যক্রম যুবকদের খন্ডকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করা;

৮.৫ উৎপাদন এলাকাভিত্তিক গুদাম/কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসায়ে যুবকদের সম্পৃক্ত করা;

৮.৬ গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত ও বিপণনযোগ্য কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সচেষ্ট থাকা;

৮.৭ কার্যকর ও বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরেজমিনে ফলাফল মূল্যায়ন করা;

৮.৮ ই-এগ্রিমার্কেটিং এ শিক্ষিত তরুণদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা;

৮.৯ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণার বৃদ্ধি সহায়তা করা;

৮.১০ শিক্ষিত বেকারদের লাভজনক কৃষি ব্যবসায়ে সম্পৃক্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৮.১১ কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্স সহজলভ্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা;

৮.১২ শিক্ষার্থীদেরকে বিপণন সহকারী, তথ্যদাতা/সংগ্রহকারী, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত করা;

৮.১৩ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রসেসিং সেন্টারে সংরক্ষিত প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বেকারদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৮.১৪ নতুন নতুন কৃষি ব্যবসার ধারণা, প্রযুক্তি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৮.১৫ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, প্যাকেজিং, লেবেলিং, সংরক্ষণ এবং বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট নিত্য নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর করা;

৮.১৬ যুবকদেরকে, কৃষি ব্যবসায়ে বিনিয়োগে উৎসাহ, ঋণ সহায়তা ও প্রণোদনা এবং উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায়ে অণুপ্রাণিত করা;

৮.১৭ সার ও বীজ ও বীজসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবসা, নার্সারি ব্যবসা, সমবায়/সমিতি/দলভিত্তিক বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ ও বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান ও শিল্প স্থাপন এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবসায় যুবকদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৮.১৮ কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান ও কৃষি ব্যবসায়ে যুবকদেরকে কর্মসংস্থানের নিমিত্তে কর্ম কৌশল প্রনয়ণ করা;

৮.১৯ উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবকদেরকে উদ্যোগ বিষয়ে যুব উন্নয়ন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮.২০ যুবকদের কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণে ব্যাংকিংসহ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সুবিধা প্রদান করা;

৮.২১ কৃষি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা এবং প্রণোদনা দেওয়া;

৮.২২ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনের মাধ্যমে যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানকে উৎসাহ ও প্রণোদনা দান করা।

৯.০ কৃষিভিত্তিক ব্যবসা/শিল্প উন্নয়ন

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি। ধান, পাট, মাছ, আলু ও বিভিন্ন শাকসবজিসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসেরাদের অন্যতম। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে এক নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কৃষিপণ্য এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষিত মেধাবীদের কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত কৃষির উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

৯.১ অঞ্চলভিত্তিক শাকসবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ (যেমনঃ টমেটো, আম, পেয়ারা, আখ, আনারস, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল, কলা, আলু, ডাল ও অন্যান্য শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ);

৯.২ ফুল উৎপাদিত এলাকায় ফুল সংরক্ষণ ও ফুল হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রসাধনী, ঔষধ, শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৯.৩ নিম ও মেহেদি পাতা হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ঔষধ ও প্রসাধনী শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৯.৪ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার ও বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৫ কৃষিভিত্তিক বৃহদায়তন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.৬ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৯.৭ সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে অঞ্চলভিত্তিক অধিক উৎপাদনশীল পণ্যের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.৮ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৯.৯ সরাসরি কৃষকের এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ডিং-এ সহযোগিতা করা;

১০.০ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

অধিক জনসংখ্যা বহুল ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশ অন্যতম প্রধান সমস্যা হল যখন তখন নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বাজারজাতকরণের সমস্যা চিহ্নিত কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে চাহিদা অনুযায়ী সহনীয় ও যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও আপদকালীন সময়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বছরব্যাপী সহনীয় পর্যায়ে রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বছরব্যাপী চাহিদা নিরূপণপূর্বক তদানুসারে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন ও আমদানি ইত্যাদি লক্ষমাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করা;

১০.২ উৎপাদন খরচজনিত মূল্যবৃদ্ধি রোধে কৃষি উপকরণের মূল্য সহনশীল রাখা, প্রয়োজনীয় ভর্তুকীর পরিমাণ নির্ধারণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সরবরাহকারীকে সহায়তা করা;

১০.৩ আধুনিক ও যুগোপযোগী উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা কমিয়ে আনা;

১০.৪ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন রোধে যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন করা সেই সাথে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা;

১০.৫ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা;

১০.৬ নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের বিকল্প পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখতে চাহিদা নিরূপণ ও যথাসময়ে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

১০.৭ অবৈধভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ কাঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা;

১০.৮ দেশীয় ও আঞ্চলিক মোট চাহিদা অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান করা;

১০.৯ পরিবহন স্বল্পতা, হরতাল ও ধর্মঘটকালীন অনিশ্চয়তা ও সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধকতা বা অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের কারণে সৃষ্ট মূল্যবৃদ্ধি রোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে কৃষিপণ্য প্রবাহ অবাধ করা;

১০.১০ একচেটিয়া বাজার রোধে নতুন নতুন কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

১০.১১ উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি বাজার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

১০.১২ বাজারের সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য চাহিদা অনুযায়ী সরকারিভাবে বিভিন্ন কৃষিপণ্য মজুদ রাখতে সরকারকে সহায়তা করা;

১০.১৩ ঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুদ রাখতে সরকারকে সহায়তা করা;

১০.১৪ পচনশীল কৃষিপণ্য যেমন পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ ও অন্যান্য বিভিন্ন সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আমদানি ও আপদকালীন এবং অধিক মূল্যের সময় ব্যবহারে উৎসাহীকরণ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;

১০.১৫ স্বল্পমূল্যে গুনগত মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য আমদানি করার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের কৃষিপণ্যের বাজার দর ও গুণগত মান বিশ্লেষণপূর্বক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমদানিতে সহায়তা করা;

১০.১৬ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানপূর্বক করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সহায়তা করা;

১০.১৭ বাজারের উন্মুক্ত স্থানে কৃষিপণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন, জেলা শহরে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে মূল্য প্রদর্শন ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ, প্রচার এবং মনিটরিং;

১০.১৮ উৎপাদকদের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করে অস্থায়ী/ভাসমান বাজার চালু;

১০.১৯ সুপার শপগুলোর সাথে উৎপাদকের সরাসরি সংযোগ সৃষ্টিতে মধ্যস্থতা করা;

১০.২০ কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা;

১০.২১ পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

১০.২২ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১০.২৩ সরকার কৃষিপণ্যের ই-মার্কেটিং, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

১১.০ কৃষি বিপণনে দক্ষ জনবল গঠন ।

বাজারজাতকরণ হচ্ছে যেকোন ব্যবসায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদৃশ্য কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেন্জিং কাজ, এর বিপরীতে অভিলক্ষ্যের উৎপাদক ও ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে মধ্যস্থতা করাও দূরহ কাজ। উক্ত কাজ সাফল্য, দক্ষতা ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময়, উচ্চতর পড়াশোনা ও কারিগরি জ্ঞানলাভ অত্যন্ত জরুরি। বিপণনে দক্ষ সরকারি ও বেসরকারি জনবল গঠনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে-

১১.১ কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি যেমন- ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি, সর্টিং, গ্রেডিং, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহন, গুণগতমান বজায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য তৈরি এবং বিপণন কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দক্ষ করে গড়ে তোলা;

১১.২ দেশে-বিদেশে হাতে কলমে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান ও দেশে বিদেশে কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ;

১১.৩ কৃষি বিপণনের উপর দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ যেমনঃ বৈদেশিক মাস্টার্স, পিএইচডি এবং স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা এগ্রোপ্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজে শর্ট কোর্সে অংশগ্রহণ;

১১.৪ বৈদেশিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারকের বিনিময়, প্রযুক্তিগত জ্ঞান হস্তান্তর;

১১.৫ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন এগ্রোপ্রসেসিংও রপ্তানিকারক জোন পরিদর্শন এবং ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ;

১১.৬ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা, সার্ভে এবং ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি এবং অভ্যন্তরীণ জার্নাল এ প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

১১.৭ কৃষি বিপণনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ও বিভাগসমূহ যেমনঃ ফুড এন্ড নিউট্রিশিন, কৃষি বিপণন, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি ব্যবসা, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদির সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদারকরণ;

১১.৮ গবেষণা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ইত্যাদি পেশাদারি প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা;

১১.৯ প্রশিক্ষণ চাহিদা (Training Need Assessment) নিরূপণ ও জেলা/উপজেলা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরীপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১২.০ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন দ্বারা গ্রামোন্নয়ন ও শহর-গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবধান হ্রাস

কৃষি ও গ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। কৃষি ও গ্রামের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে কৃষক, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ও প্রবীণ কৃষকদের মেধা এবং আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর্থিক ও সামাজিক সূচকে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমানো ও গ্রামের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

১২.১ দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উৎসাহিত করা;

১২.২ গ্রামীণ নারী পুরুষের কৃষি শ্রমকে নগদ অর্থে স্বীকৃতি দিয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়পূর্বক কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করা;

১২.৩ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

১২.৪ গ্রামেই প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখীকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করে অধিক মূল্যে বিক্রির জন্য প্রযুক্তি ও বাজার তথ্য বিষয়ে বিপণন প্রশিক্ষণ প্রদান;

১২.৫ কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসকরণ ও বিপণন সুবিধার জন্য গৃহ, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা;

১২.৬ গ্রামে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ ও সুবিধা প্রদান;

১২.৭ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের চাহিদা, বাজার সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক আগাম লাভজনক চাষাবাদ ও বিপণন সুবিধা প্রণয়ন;

১২.৮ ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও লাভজনকভাবে কৃষিপণ্যের সরকারি মূল্য নির্ধারণ ও নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা প্রদান করা;

১২.৯ গ্রামের কৃষক যেন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সহজে প্রবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা;

১২.১০ গ্রাম উন্নয়নে বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন গবেষণা অব্যাহত রাখা;

১২.১১ সরাসরি কৃষকের সাথে পশ্চাদ সংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) স্থাপনে সহায়তা করা;

১২.১২ কৃষক বিপণন দল গঠন ও সমবায়ভিত্তিক বিপণনে প্রশিক্ষণ, সংগঠন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করা;

১২.১৩ অগ্রাধিকারভিত্তিতে অধিক উৎপাদিত পণ্যের গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা দেয়া;

১২.১৪ আপদকালীন সময়ে কৃষি বিপণনে সহায়ক পূর্বাভাস, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

১৩.০ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি

বাংলাদেশ ক্রমেই বাণিজ্যিক কৃষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক কৃষির উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে দেশের বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমনঃ ফুল, ফল, শাকসবজি, কৃষিজাত কারুপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ উন্মোচিত করার জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী।

১৩.১ বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা;

১৩.২ বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং তা থেকে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য বিপণন সম্প্রসারণের জন্য ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার করা;

১৩.৩ বিদেশী কৃষিপণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

১৩.৪ বহিঃবিশ্বে প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাসমূহে সম্ভাবনাময় নতুন বাজার অনুসন্ধান করা;

১৩.৫ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আন্তঃসংস্থা সম্পর্ক উন্নয়ন;

১৩.৬ কৃষিপণ্যের ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তা প্রদান করার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য সহায়তা সেল গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৩.৬ 'কৃষিপণ্য বিপণনে বাংলাদেশ' নামে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করা;

১৩.৭ পরিবেশবান্ধব কৃষি/জৈব কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৩.৮ সরকারি/বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা সংহত ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৩.৯ কার্যকর বাজার পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং সমন্বয়কে উৎসাহিত করা;

১৩.১০ রপ্তানি বাজার উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং তথ্য আহরণ ও বিতরণে ই-অবকাঠামোর বিকাশ/ব্যবহারে সহায়তা করা;

১৩.১১ ফুল, ফল এবং শাকসবজি রপ্তানিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

১৩.১২ স্থানীয় কৃষি ব্যবসায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্যোগে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা;

১৩.১৪ কোন কৃষিপণ্য বিদেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে সেই পণ্যের প্রকৃত উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী দেশের তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া;

১৩.১৫ কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩.১৬ আমদানি ও রপ্তানিকৃত বিভিন্ন কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন মানদন্ড প্রণয়ন ও নিশ্চিতকরণে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা;

১৩.১৭ সঠিক মূল্যে কৃষিপণ্য আমদানির নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের কৃষিপণ্যের মূল্য, গুণগত মান, সরবরাহ পরিস্থিতি, পরিবহন ব্যবস্থা, সার্টিফিকেশনসহ আমাদানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণান্তে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তা করা ।

১৩.১৮ কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য যেমন- কৃষিপণ্য রপ্তানি বিষয়ক বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, পরীক্ষণ ও মেশিনের যোগ্যতার মানদন্ড, মেশিনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি তথ্যের জন্য কৃষিপণ্য রপ্তানি বিষয়ক একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা;

১৩.১৯ কৃষিপণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা;

১৩.২০ কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিকতর Compliant হওয়ার জন্য কমপ্লায়েন্স সহায়ক যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান করা;

১৩.২১ আকাশপথে শাকসবজিসহ প্লান্ট, ফলমূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান এবং কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য কার্গো সার্ভিস চালু করা;

১৩.২২ পচনশীল পণ্য হিসেবে তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও ফুল এর সজিবতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ আন্যান্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৩.২৩ কৃষিপণ্যের দ্রুত পচনরোধে কুলিং চেইন (cooling chain) স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে রিফার ভ্যান ও রিফার কনটেইনার আমদানিকে উৎসাহিত করা;

১৩.২৪ এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো প্রসেস্ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌপথ, রেলপথ ও সড়কপথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা;

১৩.২৫ শাকসবজি, ফুল ও ফলমূল ফলিয়েজ এবং উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী রপ্তানিকারকদের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারি খাস জমি বরাদ্দ দেয়া এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি পল্লী গঠনে উৎসাহিত করা;

১৩.২৬ শাকসবজি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা;

১৩.২৭ Cool Chain System অনুসরণপূর্বক ঢাকার শ্যামপুরে/সমজাতীয় স্থানে Central Warehouse এবং প্যাকিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া;

১৪.০ সমবায় ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন।

কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসম্মত এবং ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং বিপণনে ইকোনমিস অব স্কেল অর্জনের জন্য সমবায় এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণনের গুরুত্ব অপরিহার্য। সমবায় এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৪.১ কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায় ও চুক্তিভিত্তিক বিপণনকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত প্রদান করা;

১৪.২ ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে সমবায়ভিত্তিক উপকরণ ক্রয়, সংগ্রহ ঋণ সহায়তা প্রদানকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;

১৪.৩ রপ্তানিকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপারশপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিভিত্তিক বিপণনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা;

১৪.৪ চুক্তিভিত্তিক বিপণনের সময় মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ঋণ সুবিধা, কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রচার কার্য নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;

১৪.৫ একাধিক কৃষক বিপণন দলের সমন্বয়ে কৃষক বিপণন সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়া;

১৪.৬ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগভিত্তিক কৃষক বিপণন সমবায় সমিতি গঠন এবং একটি জাতীয় কৃষক বিপণন সমবায় সমিতি গঠন;

১৪.৬ চুক্তিভিত্তিক বিপণনে কৃষক/কৃষক বিপণন দল যেন চুক্তিবদ্ধ ফার্ম ব্যতীত অন্য কারও নিকট কৃষিপণ্য বিক্রয় না করে এবং চুক্তিবদ্ধ ফার্মও যেন তাদের চুক্তিকৃত দামে এবং পরিমাণে কৃষিপণ্য ক্রয় করে তার জন্য প্রয়োজনীয়, আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করা;

১৪.৭ সমবায় ও চুক্তিভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণনে নারীদের অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ প্রদান করা।

১৫.০ কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা।

কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেট ডিরেকটরি, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন বাজারের দামের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়ন, প্যাকেজিং সুবিধা, সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের মানসম্মত বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৫.১ ডিজিটাল মার্কেট ডিরেকটরি প্রণয়ন, উচ্চতর বাজার গবেষণা, নিয়মিতভাবে বাজার তদারকি এবং অনিয়মকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা;

১৫.২ রাজধানীতে বিদ্যমান পাইকারী বাজার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা যেমন- রাজধানীর ঢাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার স্থাপন করা;

১৫.৩ কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য এগ্রিবিজনেস তহবিল গঠন করা;

১৫.৪ পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা;

১৫.৫ পচনশীল কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত এসেম্বল সেন্টারে অধিপ্তরের কুল চেম্বার ব্যবহার ও ব্যক্তি পর্যায়ে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণে কারিগরি সুবিধা প্রদান করা;

১৫.৬ মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৫.৭ লাইসেন্স এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

১৫.৮ খুচরা, পাইকারি, সেন্ট্রাল, টার্মিনাল ও এসেম্বল সেন্টারে বিপণন কার্যক্রম সমাপনান্তে উক্ত স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৫.৯ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, দুর্নীতি, অসাধুতা রোধ, বিশ্বস্ততা স্থাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্য প্রবাহের যাবতীয় সহযোগিতা প্রাদান করা;

১৬.০ কৃষিপণ্য পরিবহন

যেকোন ধরণের পণ্যের বাজারজাতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যথাসময়ে ও নিরাপদে নির্দিষ্ট গন্তব্যে গুণগতমান ঠিক রেখে পণ্য পৌঁছানো। উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে কৃষিপণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহন মালিক ও কৃষিপণ্য বিপণনকারবারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবহন স্বল্পতা, কৃষিপণ্যের পচনশীলতা, অতিরিক্ত পরিবহন খরচ, যানজট, রাস্তাঘাটে হয়রানিসহ নানা ধরনের জটিলতায় কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ দূরহ হয়ে পরে। কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ভোক্তার নিকট গুণগত মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৬.১ উৎপাদক থেকে শুরু করে সাপ্লাই চেইনের প্রয়োজনীয় যেকোন স্তরে কৃষিপণ্য ও উপকরণের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে পরিবহণ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে একটি সুসংজ্ঞায়িত রূপরেখা প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়া;

১৬.২ জনপথ, নৌপথ, রেলপথ, আকাশপথ এবং সড়কপথে সুশৃংখলভাবে যথাসময়ে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৬.৩ পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কৃষিপণ্য পরিবহন সহজীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.৪ কৃষিপণ্য পরিবহনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.৫ অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবহন, কুল ভ্যান ও রিফার ভ্যান কৃষিপণ্য বিপণনকারবারীদের ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া;

১৬.৬ কৃষিপণ্য পরিবহনে এম্বুলেন্সের ন্যায় অগ্রাধিকার প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬.৭ কৃষিপণ্য পরিবাহী যানগুলো হরতাল ও ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬.৭ কৃষি বিপণন দল বা সমবায়ভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

১৬.৮ কৃষিপণ্য রপ্তানি কার্যে আকাশ, নৌ ও সড়কপথের ব্যবহার ব্যবসায়ীবান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬.৯ জিপিএস নিয়ন্ত্রিত ও নিবন্ধিত পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.১০ নৌপথ ব্যবহার ও নৌযানে কৃষিপণ্য পরিবহণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং অবকাঠামো সুবিধা প্রণয়ন করা;

১৬.১১ ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৬.১২ কৃষিপণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে পণ্য পরিবহনে আধুনিক প্যাকেজিং ও কারিগরি সুবিধার সন্নিবেশনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া;

১৬.১৩ কৃষক গ্রুপের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৬.১৪ কৃষিপণ্য পরিবহনে ট্রেনগুলোতে রেফ্রিজারেটেড কামরা সংযোগ এবং রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৭.০ কৃষি উপকরণ বিপণন ।

খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব নির্মাণে পৃথিবীর সকল দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে । উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কৃষির আধুনিকায়নে প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী নিত্য নতুন উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণের আবির্ভাব হচ্ছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে এ সমস্ত আধুনিক কৃষি উপকরণ কৃষক ও ব্যবসায়ীর কাছে সহজে ও স্বল্প মূল্যে হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি।

১৭.১ কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীর সাথে কৃষক/কৃষক গ্রুপের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

১৭.২ বেসরকারি কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা;

১৭.৩ কৃষি উপকরণের মান পরিবীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাব স্থাপন করা;

১৭.৪ কৃষি উপকরণের অনুমোদিত মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগতমান তৃণমূল পর্যন্ত পরিবীক্ষণের আওতায় আনা;

১৭.৫ পরিবেশ দূষণকারী এবং মানহীন ও নিম্নমানের কৃষি উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিতরণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

১৭.৬ মাঠের চাহিদামত সঠিক সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি উপকরণ আমদানি/ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা;

১৭.৭ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উপকরণের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৭.৮ কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য ডিএএম, ডিএই, বিএডিসি ইত্যাদি সংস্থার সম্বনয়ে পরিদর্শন টিম গঠন;

১৭.৯ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা;

১৭.১০ স্থানীয় পর্যায়ে গুণাগুণ বিশ্লেষণের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৭.১১ উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

১৭.১২ কৃষি উপকরণের উৎপাদন খরচ নির্ণয়পূর্বক কৃষককে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১৮.০ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণীকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিভিত্তিক ই-কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্যভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতকরণে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

১৮.১ কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে একত্রিত করা হবে;

১৮.২ ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আলাদা পোর্টাল চালু করা হবে এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত এপ্স চালু করা;

১৮.৩ কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইনের সকলকে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা;

১৮.৪ বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার সুযোগ প্রদান করা;

১৮.৫ সহজে অনলাইনে বাজার দর ও কৃষি ব্যবসা মনিটরিং করা;

১৮.৬ ঘরে বসেই কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের মধ্যে সরাসরি অনলাইনভিত্তিক বাজার সংযোগ ঘটানো;

১৮.৭ ভোক্তার সাথে সকল শ্রেণীর কৃষি ব্যবসায়ীর সম্পর্ক স্থাপন ও দেশে-বিদেশে তুলনামূলক বাজার দর পর্যালোচনাপূর্বক কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করা;

১৮.৮ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা হবে;

১৮.৯ এসএমএসভিত্তিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা;

১৮.১০ কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্য সরবরাহ অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে অনলাইনভিত্তিক পরিবহন তথ্য সুবিধা চালু করা;

১৮.১১ অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশের ও আঞ্চলিক অন্যান্য বাজারের সাথে মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ প্রদান করা;

১৮.১২ নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদন্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে;

১৮.১৩ অনলাইনভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা;

১৮.১৪ অন্য দেশ হতে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ওয়েবভিত্তিক সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা;

১৮.১৫ ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১৮.১৬ অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণনে মহিলা ও যুবকদেরকে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করা;

১৯.০ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণন

১৯.১ সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য বিপণন, উদ্বুদ্ধকরণ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৯.২ ফল ও শাকসবজিতে প্রয়োগকৃত রাসায়নিক ও বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের মাত্রা নির্ণয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৯.৩ প্যাকিং হাউজ, সংরক্ষণাগার ও সরঞ্জামাদি পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং এ সমস্ত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৯.৪ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, হ্যান্ডলিং, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৯.৫ স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে এমন ফসলের বিপণনকে নিরুৎসাহিত করা;

১৯.৬ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য পরিবহন পদ্ধতি নিশ্চতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৯.৭ কীটনাশক প্রয়োগকৃত ফসল/শাকসবজি/ফলমূল বিশুদ্ধকরণে (Detoxification) সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৯.৮ মান নিয়ন্ত্রণ ও ফাইটো-স্যানিটারি বিষয়ক চাহিদা পূরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অংশগ্রহণের পাশাপাশি এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন।

১৯.৯ কৃষিজ পণ্য পরিবহণ, মোড়কীকরণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয় বিক্রয় তথা সার্বিক বিপণনে সরকার কর্তৃক ঘোষিত GAP নীতিমালা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

১৯.১০ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে নিরাপদ কৃষি পণ্য বিপণনে কৃষককে সর্বাধিক গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

২০.০ কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণাঃ

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, সাধারণ ভোক্তা, সরকারি বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অংশীজনের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিক কৃষির কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহোত্তর বিভিন্ন পর্যায় ও কার্যক্রম, গুণগত মান, সরবরাহ, চাহিদা, পরিবহন, রপ্তানি, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সহ অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা নিয়ে গবেষনার মাধ্যমে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা বের করা সম্ভব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত গবেষণা কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হবে-

২০.১ কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়ক সাপ্লাই চেইনে কৃষক, খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকসহ সর্বস্তরের অংশীজনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

২০.২ বাজার তথ্য কীভাবে আরো কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক সহজলভ্য, অবাধ, ঝামেলামুক্ত, হালনাগাদ এবং কৃষি ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজডভাবে প্রচার, প্রকাশ ও প্রচারণা বাড়ানো যায় তা নিয়ে গবেষণা করা;

কোন কৃষি পণ্যের কি পরিমান প্রকৃত চাহিদা, সরবরাহ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও আমাদের করণীয় বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা;

কোন ফসলের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বেশি, কোন ফসল চাষ করা লাভজনক, কেন লাভজনক ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা;

মৌসুম ভিত্তিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়, সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত বিভিন্ন খরচ ও মুল্য বিস্তৃতিসহ বিভিন্ন ধরণের বিপণন ব্যয় এবং কৃষি পণ্যের যৌক্তিক খুচরা ও পাইকারি মূল্য নির্ধারণে নিয়মিত গবেষণা করা;

কৃষি পণ্যের প্রকৃত গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, স্ট্যান্ডারিজেশন, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং, সংরক্ষণ ও স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করা;

২০.৩ সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক অংশীজনের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, নতুন বা পুরাতন কৃষি ব্যবসায়ীদের বাজার সম্প্রসারণ, কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ আরও যুগোপযোগীকরণে গবেষণা অব্যাহত রাখা;

২০.৪ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ প্রদান, মূল্য সংযোজন, বহুমুখীকরণ, প্যাকেজিং ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবসা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে গবেষণা করা;

২০.৫ উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য ও উপকরণ সরবরাহে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত দক্ষ সাপ্লাই চেইন কীভাবে কৃষি বিপণনে সহায়তা করে সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;

২০.৬ কৃষি বিপণন তথা কৃষি ব্যবসা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি উদ্যোক্তা ও বাণিজ্যিক কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সামাজিক ও আর্থিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখা;

২০.৭ বাংলার পথে প্রান্তরে আনাচে-কানাচে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের ফল সরাসরি, প্রক্রিয়াজাতকৃত, কাঁচামাল হিসেবে বা অন্যান্য দেশের থেকে ধারণা নিয়ে কীভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে বিপণনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা যায় সে বিষয়ে গবেষণা;

২০.৮ বাংলাদেশের বিদ্যমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীকে কৃষি ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে কীভাবে যুব উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায় এ সংক্রান্ত গবেষণা;

২০.৯ কৃষি বিপণনকে সহজীকরণ, আধুনিক, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিকল্পিত, যুগোপযোগী ও দীর্ঘমেয়াদীভাবে লাভজনক করে গড়ে তোলা এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন দ্বারা কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে গবেষণা করা;

২০.১০ কৃষিপণ্যের দক্ষ বাজারজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে গবেষণা করা;

২০.১১ কৃষি, কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে অপরিহার্য কৃষি বিপণনে দক্ষ, অভিজ্ঞ, কার্যকর, প্রশিক্ষিত, উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও মেধাবী জনবল তৈরীতে করণীয় নির্ধারণে গবেষণা অব্যাহত রাখা;

২০.১২ সুষ্ঠুভাবে ই-কৃষি বিপণন (ইএএম) কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, কৃষি ব্যবসা আরও সহজীকরণ ও ব্যবহার উপযোগীকরণে গবেষণা করা;

২০.১৩ বাণিজ্যিক কৃষির উন্নয়ন গ্রামের শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীসহ, কৃষক, প্রবীণ ও গৃহিনীদের আর্থিক উন্নয়নে কৃষি ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণ দ্বারা কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা;

২০.১৪ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, সম্ভাব্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ, বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে গবেষণা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমদানি-রপ্তানি কার্যে সহায়তা করা;

২০.১৫ কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক বিপণন দল, সমবায়ভিত্তিক বিপণন ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণনসহ অন্যান্য সমন্বিত ও আধুনিক বিপণন পদ্ধতি উন্নয়নে গবেষণা অব্যাহত রাখা;

২০.১৬ কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে যৌক্তিক মূল্যে ভোক্তার নিকট কৃষিপণ্য পৌঁছানো, কৃষি ব্যবসায়ীদের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের মাধ্যমে কিভাবে একটি কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসা সহায়ক দক্ষ বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে নিয়মিত কার্যকর গবেষণা অব্যাহত রাখা;

২০.১৭ কৃষিপণ্য স্থানান্তরে পরিবহন, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, গ্রেডিং, সর্টিং ও অন্যান্য বাজারজাতকরণ কার্যাবলির উন্নয়নে গবেষণা দ্বারা কৃষক, ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা;

২০.১৮ কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় বিপণন সহায়ক উপকরণসমূহের প্রাপ্তিস্থানসহ সহজলভ্যতা, সঠিকমূল্যে প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয়তাসহ আধুনিক উপকরণ সম্বন্ধে সকল প্রকার গবেষণালব্ধ ফলাফল কৃষক, ব্যবসায়ী,ভোক্তা ও সরকারকে সরবরাহ করা;

২০.১৯ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে অনলাইনভিত্তিক একটি দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা;

২০.২০ পচনশীল ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য ফসল গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ব্যবসা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

২০.২১ অপ্রচলিত ও অ-মৌসুমী ফসলের উৎপাদন মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

২০.২২ ফসল সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং ও গুদামজাতকরণ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা;

২০.২৩ ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

২০.২৪ মানসম্পন্ন উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাত করার লক্ষ্যে বিপণন গবেষণা জোরদার করা;

২০.২৫ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে মাইক্রো ও ম্যাক্রো লেভেল স্টাডিকে উৎসাহ প্রদান;

২১.০ কৃষিপণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশের গতানুগতিক কৃষি এখন দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ বিপণনের অন্যতম প্রধান কাজ। ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে অধিক মূল্য পেতে গুদাম সংরক্ষনাগার ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবেঃ

২১.১ যে অঞ্চলে যেসকল কৃষিপণ্য অধিকহারে উৎপাদিত হয় তার ভিত্তিতে সেই অঞ্চলে গুদাম বা কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করা;
২১.২ মৌসুমে যেন কৃষক কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য না হয় সেজন্য যৎসামান্য ফি এর বিনিময়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ কৃষিপণ্য গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২১.৩ স্থানীয়, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় তদারকির মাধ্যমে গুদাম পরিচালনা করা;
২১.৪ কৃষিপণ্যের সার্বিক সুরক্ষা ও গুণগত মান ঠিক রাখতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন করা;
২১.৫ বৈজ্ঞানিকভাবে গুদামে পণ্য প্রবেশ, সংরক্ষণ, গ্রেডিং, সর্টিং, পোকামাকড় দমন, মান সংরক্ষণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ, বহির্গমন ও হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা করা;
২১.৬ হিসাবরক্ষণ, স্লিপ, অনলাইন এন্ট্রির ব্যবস্থা রাখা;
২১.৭ সংরক্ষিত পণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋনের ব্যবস্থা করা ও আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখা;
২১.৮ গুদামে সংরক্ষিত পণ্য বিক্রির নিশ্চয়তার জন্য ক্রেতা বা বাজার সংযোগ স্থাপন করা;
২১.৯ উৎপাদক থেকে বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
২১.১০ পণ্য মজুদ ও খালাসের তথ্য ওয়েবপোর্টালে হালনাগাদ করা;
২১.১১ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত পণ্যের ডাটাবেইস (ফসল, পরিমাণ, গুদামজাতকরণ ও খালাসের সময় কৃষকের তথ্য, বাজার তথ্য ইত্যাদি সংবলিত) সংরক্ষণ করা;
২১.১২ গুদামের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা।
২১.২২ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থাপনাকৃত সকল গুদামকে ডিজিটালাইজড করা ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোক্তা সহায়ক করা।

২২.০ কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদানে ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য আড়তদার, পাইকার, ফড়িয়া, খুচরা বিক্রেতা থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজন ঘটে এবং কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ভোক্তা যেমন একদিকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করে অপরদিকে কৃষক তাঁর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই কৃষকের ও ভোক্তার জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য 'কৃষি বিপণন নীতিমালা ২০২০'-এর সাথে 'জাতীয় কৃষি মূল্য নীতি' গ্রহণের প্রয়াস করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে, কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য আড়তদার, পাইকার, ফড়িয়া, খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রির জন্য বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। আবার, আমদানিকারি, প্রক্রিয়াজাতকারি ইন্ডাস্ট্রি, হিমাগার হতে ক্রয়কৃত পণ্য, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সকল স্তরে নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল, বিভাগ পর্যায়ে এবং সুপারশপ/অনলাইন, হিমাগার, আমদানিকৃত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মূল্য নির্ধারণ কমিটির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সকল কমিটির কার্যপরিধিসহ একটি 'জাতীয় কৃষি মূল্য বাস্তবায়ন কমিটি'র গঠনরূপ যুক্ত করা হয়েছে।

২২.১ কৃষক কর্তৃক সরাসরি আড়ত, পাইকার বা ফরিয়ার কাছে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

১) প্রত্যেক মৌসুমে ফসল কাটার/লাগানোর পর/একটা নির্দিষ্ট সময় পুর্বে (কমিটি/কৃষক কর্তৃক নির্ধারিত) নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন খরচের সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

২) সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের জন্য নিবন্ধিত কৃষককে বীজ, সার,ওষুধ,লেবার ও অন্যান্য খরচের রেজিস্টার রাখতে হবে যা উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৩) মূল্য নির্ধারণে উপজেলা/জেলাভিত্তিক কমিটি থাকবে (ইউএনও, জেলা/উপজেলা বিপণন কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কৃষক/সংগঠনের প্রতিনিধি, বাজার কমিটির প্রতিনিধি, আড়তদার/কমিশন এজেন্ট, ই-কমার্স সাইট, চেইনশপের প্রতিনিধি সমন্বয় গঠিত এই কমিটি স্থানীয় পাইকারি/আড়তের পণ্যের এবং খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দিবে)

৪) নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দামে কৃষক বিক্রি করবে না। যদি বাজার মূল্য ডিএএম কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম হয় বা কৃষক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় সেক্ষেত্রে নিবন্ধিত কৃষককে ন্যূনতম মুল্যের অবশিষ্ট টাকা ভর্তুকি দেয়া হবে।

২২.২ স্থানীয় আড়ত বা ফড়িয়া বা পাইকারের জন্য বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ।

- আড়তদার বা পাইকার বা ফড়িয়া কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে সেই পণ্যের কৃষক প্রাপ্ত মুল্য এবং কমিটি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত অন্যান্য খরচ এবং লাভ যুক্ত করে খুচরা বিক্রেতার নিকট সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নিজস্ব সিল ও স্বাক্ষরযুক্ত বিক্রয়ের রশিদ প্রদান করতে হবে।

২২.৩ স্থানীয় খুচরা বাজারের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

- আড়ত বা ফড়িয়া বা পাইকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত পণ্যের রশিদে উল্লেখিত মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ এবং সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

২২.৪ ফড়িয়া বা পাইকার কর্তৃক বিভিন্ন জেলা আড়ত বা বিভাগীয় বড় আড়ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

১) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে আড়ত ও মিল বা প্রক্রিয়াজাতকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য মূল্য নির্ধারণ কমিটি থাকবে। এক্ষেত্রে আড়ত ও মিল বা প্রক্রিয়াজাতকারির সংখ্যা অনুযায়ী উপকমিটি বা আলাদা কমিটি থাকবে;

২) আড়তে আনয়নকৃত পণ্যের ক্রয় রশিদে উল্লেখিত ক্রয়মূল্যের সাথে কমিশন, অন্যান্য খরচ ও কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ যুক্ত করে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেক স্তরে সংঘটিত খরচের রশিদ (যেমনঃ পরিবহণ) প্রদান করতে হবে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় রশিদ সরবরাহ করতে হবে;

২২.৫ জেলা বা বিভাগীয় আড়ত হতে ক্রয়কৃত পণ্যের খুচরা মূল্য নির্ধারণ

- আড়ত হতে বা পাইকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয় রশিদে উল্লেখিত ক্রয়মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং প্রজ্ঞাপিত বাজারের প্রত্যেক খুচরা দোকানে বিক্রয়মূল্য প্রদর্শন করে রাখতে হবে;

২২.৬ কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে মূল্য নির্ধারণ

১) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর ক্ষেত্রে কৃষককে প্রদত্ত সকল খরচের রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে এবং কৃষক কর্তৃক সংঘটিত খরচেরও হিসাব রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।সাকুল্যে কৃষককে প্রদত্ত অর্থ ও কৃষক কর্তৃক প্রদত্ত খরচ মিলে প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা হবে। উক্ত উৎপাদন খরচের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

২) কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হয় তাহলে কৃষকের কাছ থেকে পুর্ব নির্ধারিত মুল্যে ক্রয়ের পর কমিটির মাধ্যমে অন্যান্য সম্ভাব্য সকল খরচ ও লাভ যুক্ত করে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের সর্বোচ্চ পাইকারি ও খুচরা মুল্য নির্ধারণ করা হবে;

৩) যদি সুপারশপ বা অনলাইনে বিক্রির জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং হয় তাহলে একই জেলা/উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই কৃষককে প্রদত্ত সকল অর্থের রশিদ প্রদান করতে হবে এবং দাবিকৃত সকল খরচের রশিদও প্রদর্শন করতে হবে।

২২.৭ প্রক্রিয়াজাতকারি ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

- কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে অথবা যে কোন ক্রয়মূল্যের সাথে রশিদ প্রদান সাপেক্ষে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপণন কমিটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে;

২২.৮ হিমাগারের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

১) হিমাগারে সংরক্ষিত কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য/হিমাগারে প্রবেশকালীন মূল্যের সাথে ভাড়া, লেবার, পচন বা ক্ষতিসহ অন্যান্য সম্ভাব্য সকল খরচ যুক্ত করে হিমাগারে সংরক্ষিত কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হবে ;

২) হিমাগার থেকে পন্য বিক্রয়ে অবশ্যই রশিদ সরবরাহ করতে হবে এবং উক্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে পরবর্তী পাইকারি মূল্য নির্ধারিত হবে।

৩) হিমাগার থেকে ক্রয়কৃত পণ্য যে অঞ্চলে আড়তে বা পাইকারের নিকট বিক্রি হবে সেই অঞ্চলের নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত একই পদ্ধতিতে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

২২.৯ আমদানিকৃত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ

- আমদানিকৃত কৃষি পণ্যের ইনভয়েস/আমদানি মূল্য/ডকুমেন্টেড প্রাইসের সাথে সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ যুক্ত করে আমদানিকৃত কৃষি পণ্যের মুল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে; জরুরী ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য উক্ত ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হলে উচ্চতর কমিটির(আন্তঃমন্ত্রণালয় বা অন্য কোন কমিটির) সুপারিশে আমদানিকারককে ভর্তূকি দেয়া যাবে;

২২.১০ ধান চালের বিশেষ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি

১) কৃষকের উৎপাদন খরচের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

২) প্রত্যেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লাইসেন্সধারী পাইকার বা মিল মালিককে কৃষিকে ক্রয়মূল্যের রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে। পাইকারি ধান বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে;

৩) রাইস মিল কর্তৃক ক্রয়কৃত ধানের ক্রয়মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল খরচ যুক্ত করে চালের সর্বোচ্চ পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে;

৪) আড়তে চাল বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের সাথে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লাভ ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল খরচ যুক্ত করে চালের সর্বোচ্চ পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে একই সাথে খুচরা মূল্যও নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

২৩.০ কৃষিপণ্যের বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ কমিটি রুপরেখা

২৩.১ উপজেলা কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা- সভাপতি
থানা অফিসার ইনচার্জ - সদস্য
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা- সদস্য
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক- সদস্য
সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতির সভাপতি- সদস্য
নির্ধারিত কৃষক- সদস্য (ইউএনও কর্তৃক নির্ধারিত ৫ জন)

জেলা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা- সদস্য সচিব

২৩.২ কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জেলা কমিটি

জেলা প্রশাসক- সভাপতি
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক- সদস্য
জেলা কৃষি কর্মকর্তা/উপপরিচালক- সদস্য
বণিক সমিতির সভাপতি- সদস্য
জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত আড়ত ব্যবসায়ী - সদস্য (৪ জন)
সহকারী পরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ
জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা- সদস্য সচিব

২৩.৩ বিভাগীয় অঞ্চলভিত্তিক আড়ত পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি (ঢাকা ব্যতীত)

জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)- সভাপতি
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার- সদস্য
সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা- সদস্য
আঞ্চলিক ব্যবসায়িক সমিতির সভাপতি- সদস্য
আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি- সদস্য
আড়ত সংশ্লিষ্ট পাইকার- সদস্য (আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন)
বিভাগীয় সহকারী পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- সদস্য
বিভাগীয় উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- সদস্য সচিব

২৩.৪ বিভাগীয় অঞ্চলভিত্তিক আড়ত পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি (ঢাকা)

পরিচালক (গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ব্যাক্তি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)- সদস্য
আড়ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা- সদস্য
আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি- সদস্য
আড়তদার- সদস্য (আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ৩ জন)
আড়ত সংশ্লিষ্ট পাইকার- সদস্য (আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ৩ জন)
উপপরিচালক (বাজার সংযোগ)- সদস্য
বিভাগীয় উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- সদস্য সচিব
ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের জন্য মোট দুটি কমিটি একই রকম।

২৩.৫ সুপারশপ/অনলাইন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি

পরিচালক (গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য

সুপারশপ ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি- সদস্য
ই-ক্যাব সভাপতি- সদস্য
সুপারশপ/অনলাইন কৃষি ব্যবসায়ী (৩ জন)- সদস্য
উপপরিচালক (গবেষণা)/বাজার তথ্য- সদস্য সচিব

২৩.৬ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি

পরিচালক (গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি- সদস্য
কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি (যদি থাকে)- সদস্য
কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী- সদস্য (৪ জন)
উপপরিচালক (গবেষণা /বাজার তথ্য)- সদস্য সচিব

২৩.৭ হিমাগারে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ জাতীয় কমিটি
পরিচালক(গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত
প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
হিমাগার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি - সদস্য
হিমাগার ব্যবসায়ী - সদস্য (৪ জন)
উপপরিচালক (গবেষণা/বাজার তথ্য)- সদস্য সচিব

২৩.৮ আমদানিকৃত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি

পরিচালক (গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি (কমপক্ষে উপসচিব পদমর্যাদার)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত
প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
কৃষি পন্য আমদানিকারক সমিতির সভাপতি (যদি থাকে) - সদস্য
কৃষি পণ্য আমদানিকারক -সদস্য (৫ জন)
উপপরিচালক (গবেষণা/বাজার তথ্য)- সদস্য সচিব

২৩.৯ ধান-চালের মূল্য নির্ধারণ কমিটি

পরিচালক (গবেষণা)- সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত
প্রতিনিধি (উপসচিবের নিচে নয়)- সদস্য
চাউলকল মালিক সমিতির সভাপতি - সদস্য
চালকল/চালের আড়ত ব্যবসায়ী - সদস্য (৫ জন)
উপপরিচালক (গবেষণা/বাজার তথ্য)- সদস্য সচিব।

২৩.১০ প্রত্যেক কমিটির কার্যপরিধি

ক) পণ্যভিত্তিক মৌসুমের শুরুতে কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে অবহিতকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক কমিটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে মূল্য নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার, উন্নতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সভার আয়োজন করবে।
খ) মূল্য নির্ধারণ কমিটি সকল সদস্যদের নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে সভা করে সকলের সম্মতিক্রমে বিভিন্ন কৃষি পণ্যের সর্বোচ্চ (শুধুমাত্র কৃষকের জন্য সর্বনিম্ন মূল্য) যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করবে।
গ) প্রত্যেক সভায় প্রত্যেক কমিটির সভাপতি বিদ্যমান মূল্য ব্যবস্থার অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করবেন।
ঘ) নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত সভায় আলোচনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সম্মতিক্রমে অভিযোগ/সমস্যা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ঙ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
চ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কমিটি জরুরী মনে করলে কৃষি পণ্য সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের (পরিবহন ভাড়া, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি) বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কমপক্ষে ৫ জন প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
ছ) প্রত্যকে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিটি মূল্য নির্ধারণের পর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি পণ্যের মুল্য নির্ধারণ কমিটির অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন।

২৩.১১ জাতীয় কৃষি মূল্য বাস্তবায়ন কমিটিঃ
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়- সভাপতি
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়- সদস্য
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়- সদস্য
সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- সদস্য
চেয়ারম্যান, বিএআরসি- সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট- সদস্য
পরিচালক, গবেষণা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- সদস্য
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- সদস্য সচিব

২৩.১১.১ জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি
ক) কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করবে;
খ) নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে তা সমাধানের রুপরেখা প্রণয়ন করবে;
গ) নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়নে কোন পরামর্শ থাকলে তা বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ কমিটিকে অবহিত করবে;
ঘ) কৃষি পণ্যের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে;

ঙ) মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ যেকোন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে।